228515 - জুতার ওপর মাসহে করার বধিি-বধিান

প্রশ্ন

আমরেকিা ও কানাডাতে বসবাসকারী লোকরো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কটন বা উলরে তরৈী মোজা পর; মোজার ওপরে জুতা পর। কন্িতু জুতা টাখনুর উপরে উঠে না। ওজু করার সময় এমন জুতার উপরে মাসহে করা জায়যে হবে কি? জুতা খুলে ফলোর পরও কি ওজু ঠকি থাকব? যখন তারা নামাযে যায় তখন জুতা খুলে রাখে। সক্েষত্রে ওজু কি অটুট থাকব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

এক:

যদি কোন জুতা পায়রে টাখনু পর্যন্ত ঢকেে রাখে তাহলে সে জুতার উপর মাসহে করা জায়যে আছ। কনেনা সটো চামড়ার মোজার সমতুল্য।

তব, পায়রে যতটুকু স্থান ধৌত করা ফরয জুতা যদি ততটুকু স্থান আচ্ছাদতি না কর, সে স্থানটুকু হচ্ছ- পায়রে টাখনুসহ সম্পূর্ণ পায়রে পাতাদ্বয়; সক্েষত্রে জমহুর আলমেরে মত, মাসহে করা জায়যে হবে না।[দখেুন: আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা আল-কুয়তেয়িযা (৩৭/২৬৪)]

এটি শাইখ বনি বায ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি মনোনীত অভমিত।

শাইখ বনি বায বলনে: চামড়ার মোজা ও কাপড়রে মোজার ওপর মাসহে করার শর্ত হচ্ছ– যতটুকু স্থান ধোয়া ফরয ততটুকু স্থানকে ঢাকতে হব।[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১১১), দখেুন: ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মিা (৫/৩৯৬)]

দুই:

যদি কউে যতটুকু স্থান ধৌত করা ফরজ ততটুকু স্থান আচ্ছাদতি করে এমন জুতার উপর মাসহে কর, এরপর পবত্রি অবস্থায় জুতা খুলে ফলে সক্েষত্রে আলমেগণরে সঠকি মতানুযায়ী তার পবত্রিতা নষ্ট হবে না।

ইতপিূর্বে 100112 নং ও 26343 নং প্রশ্নোত্তরে এ মাসয়ালাটি উল্লখে করা হয়ছে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে এ খুলে ফেলার মাধ্যমে মাসহে করার যে রুখসত (শিথিলতা) সেটা শেষ হয়ে যাবে। যদি সে দ্বিতীয়বার জুতা পরে ওজু করার ইচ্ছা করে তাহলে তার কর্তব্য হবে জুতা ও মোজা খুলে ফেলা এবং পায়দ্বয় ধৌত করা।

তিনি:

যদি সে মোজা পরে মোজার উপর খাটো জুতা পরে -যে জুতা টাখনু ঢাকে না- সেটার তিনটি অবস্থা হতে পারে:

১। শুধু জুতার ওপর মাসহে করা; ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা জায়েয নেই।

২। শুধু মোজাদ্বয়ের ওপর মাসহে করা। অর্থাৎ জুতা খুলে মোজাদ্বয়ের ওপর হাতদ্বয় দিয়ে মাসহে করা। এরপর পুনরায় জুতা পরা। এটা জায়েয; এতে কোন অসুবিধা নেই। এ অবস্থায় তিনি জুতা খুলে ফেললেও তার ওজু ভাঙ্গবে না।

৩। জুতা ও মোজা উভয়টির ওপরে মাসহে করা। এটাও জায়েয।

কেউ যদি খাটো জুতার ওপর মাসহে করে অবশিষ্ট মাসহে মোজাদ্বয়ের ওপর করার মাধ্যমে মাসহে পরিপূর্ণ করে সেক্ষেত্রে এ দুটো জিনিসের সাথে বিধান সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। যার ফলে সে ব্যক্তি যদি শুধু জুতা খুলে ফেলে কিংবা মোজাদ্বয়ের সাথে জুতা খুলে ফেলে তার পবিত্রতা ভঙ্গ হবে না; তার জন্য নামায পড়া জায়েয হবে। কিন্তু পরবর্তীতে পাদ্বয় ধৌত করে পরিপূর্ণ ওজু করা ছাড়া জুতা বা মোজার ওপর মাসহে করা জায়েয হবে না।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (৫/৩৯৬) এসেছে: ওজুকারী শুধু মোজার ওপরে মাসহে করতে পারেন এবং শুধু বুট জুতার ওপরেও মাসহে করতে পারেন; যদি বুট জুতা টাখনুদ্বয়কে আচ্ছাদন করে এবং পায়ের পাতার চামড়া দেখা না যায়।

আর যদি টাখনুদ্বয় আচ্ছাদন না করে কিন্তু টাখনু ঢেকে রেখেছে এমন মোজা পায়ে থাকে সেক্ষেত্রে ধৌত করার স্থান পর্যন্ত মোজাদ্বয়ের ওপরেও মাসহে করে তাহলে এ জুতা ও মোজা পরে নামায পরতে পারবে।

শাইখ বিন বায বলেন:

যদি বুট জুতা সেন্ডেলের মত টাখনুসহ পায়ের পাতা না ঢাকে তখন কেউ যদি মোজাসহ বুটের উপর মাসহে করে সেক্ষেত্রে এ দুটো জিনিসের সাথে হুকুম সম্পৃক্ত হয়ে যাবে...। সে যদি শুধু মোজার ওপর মাসহে করত তাহলে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হত, তার যখন ইচ্ছা তখন বুট জুতা খুলে ফেলাও জায়েয হত, কিন্তু তার পবিত্রতা অব্যাহত থাকত। যেহেতু মাসহে করার হুকুম শুধু মোজা এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (২৯/৭৩)]

আমরা প্রশ্নকারী ভাই এর এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যে, অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চামড়ার মোজার সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান কাপড়ের মোজা ও আচ্ছাদনকারী জুতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।